মমি — নবনীতা বসুহক

আমি এখন মমি। মমি হলেও দেখতে পাই সবই। আমায় রাখা হয়েছে একটা জাদুঘরে। দেখতে পেলাম আমার বর আবার বিয়ে করল। ওদের মেয়ে হল। মেয়েটা ইংরাজি মাধ্যমে ভর্তি হল। স্কুলটা দেখতে পেলাম— সাধারণ দেখতে। স্কুলের কাছে একটা রাধাচূড়া গাছ। বসন্তকালে হলুদে ভেসে যায়। রাধাচূড়া নিয়ে আ(প করে বর, মেয়ের জন্য।

আমার বর সার্জন। সজীবপুরের। আমি যখন মারা গেছিলাম, ও তখন সজীবপুরে মেডিকেলে পড়ত। আমিও পড়তাম সজীবপুর বি(বিদ্যালয়ে। প্রায় বি(বিদ্যালয় চত্বরে গল্প করতে আসত ও। ওর বয়স তখন কুড়ি, আমার উনিশ। একদিন রাধাচূড়াকে সা(করে আমি মনে মনে ওকে বিয়ে করে ফেললাম। আমি আত্মায় বি(াসী বলে, একদিন ও রেগে গেল। ওর শরীর দিয়ে মারল আমার আত্মাকে, ব্যাস মরে গেলাম।

ইন্দ্রনীল সেদিন জাদুঘরে এসেছিল। ওকে দেখে আমার হৃদয় তোলপাড়। ইন্দ্রনীলের সাথে ছিল ডঃ মিশ্র। ওরা আলোচনা করছিল, চারহাজার বছর আগে একটা খুলি পাওয়া গেছে, যার মধ্যে এমন এক অপারেশন করা হয়েছে যা নব্যপ্রস্তর যুগের শেষে কীভাবে হয়েছিল ভাবলে অবাক লাগে!

ডঃ মিশ্র বললেন— আরে এই খুলিটা দেখ! আমার পাশের খুলিটার দিকে ঝুঁকে পড়ল ইন্দ্র। ইন্দ্র বলল, না এটা বোধহয় দু'শ বছর আগেকার হবে।

পরদিন ইন্দ্র আবার। একা। আমার দিকে ঝুঁকে এল। বললাম, পি-জ ইন্দ্র এবার শরীর কর। এই মমিদেহে কতদিন হয়ে গেল।

ইন্দ্র ছ'মাস ধরে আমায় একটা নতুন কোম্পানীর ওষুধ— নাম 'বাঁচার জন্য মরা' খাওয়াল। আমার দেহে প্রাণ এল।

আমাদের আবার দেখা হয়। আমি আর ইন্দ্র সজীবপুর বি(বিদ্যালয়ের চত্বরে দেখা করি। ইন্দ্র হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও আনে 'বাঁচার জন্য মরা' ট্যাবলেট। আমি এখন এ ওষুধ খাই না, গন্ধ শুঁকি। গন্ধ না শুঁকলে আমি আবার মমি হয়ে যাব।

ইন্দ্র ওর উত্থানের কথা বলে। সংসারে ওর রোজ অশান্তি হয়। ওর বৌ ওকে বলে পাগল। জানায়— ওর মেয়েকে ছেড়ে ও থাকতে পারে না একদম।

ওর বাড়িতে অশান্তি হলে ইন্দ্র প্রায় ট্যাবলেট আনতে ভুলে যায়। তখন বাইরের দোকান থেকে ওষুধ কিনতে হয়। কিন্তু বাইরের ওষুধে আমার কোন কাজ হয়না।

ইন্দ্রকে একথা বললে, ও হাসে। বলে, একই কোম্পানীর ওষুধ— জোন্স এণ্ড কোং। তোমার যত আজগুবি চিন্তা।

ইন্দ্রে বউ ওর দেশ জার্মানি চলে গেল। মেয়েকে নিয়েই। যন্ত্রনায় নীল হল ইন্দ্র। বলল, মমি, এবার আমায় বিয়ে কর।

বললাম আর ছ'মাস।

— কেন?

— 'বাঁচার জন্য মরা' ট্যাবলেটের কোর্স শেষ হোক।

ক'দিন পর ইন্দ্র বলল, কোন কিছুই একঘেঁয়ে আমার ভাল লাগেনা।

সে কি!

আমি রামগড় যাব।

ইন্দ্র চলে গেল। ইন্দ্র প্রতিদিন আমায় ছ' সাত হাজার টাকার এস.টি.ডি. করে। সাতমাসের 'বাঁচার জন্য মরা' ওষুধ দিয়ে গেছিল ইন্দ্র। বললাম, ওষুধ প্রায় ফুরিয়েছে। আমি তোমার কাছে রামগড় যাব।

না।

আমি যাব।

ইন্দ্র এখানে আমার ভাল লাগছেনা। আমি এরপর তোমার কাছে যাব? ট্রেনে রিজার্ভ করছি।

না, আমি পে-নে ফিরছি। তুমি ওখানেই থাকো। ওখানেই দেখা হবে।

তুমি আমায় বিয়ে করবে ইন্দ্র, আর আমার সঙ্গে একটাও পরামর্শ করলে না! না হয় পে-নভাড়া দিয়ে দিতাম।

এখন আসাটা কি ভাল দেখায়?

তাই!

আমার মন খারাপ হয়ে গেল। বুঝলাম, ইন্দ্র বদলাচ্ছে। আমিও মমি হতে শু(করেছি। ইন্দ্র'র জার্মানে থাকা বউ ওকে পাবার জন্য নাকি পাগল। ইন্দ্র বলেছে— ওর প্যানপ্যানানিতে আমি আর ভুলছি না। কিন্তু ইন্দ্র ওর মেয়ের জন্য কাতর। প্রায়ই বুঝি, ইন্দ্রের ফোন ব্যস্ত। এটাও ভাবি, ওর মেয়ের জন্য ভালবাসা থাকাটা স্বাভাবিক। তবু মনে কষ্ট হয়। কষ্ট হয় আমাকে গোপন করা হয় বলে?

সজীবপুরে ইন্দ্র আসবে বলেও এল না। আমিও ওষুধ কিনলেও গন্ধ শুঁকি অনিয়মিত। আমার মে(দণ্ডের হাড় অবশ হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারি। আরও বুঝি, মাথা চাপ হয়ে থাকে। কান আওয়াজ শোনে না।
ইন্দ্র আমায় না জানিয়ে শহরে এল। ফিরে গিয়ে জানাল, দেখা করার সময় হয়নি। এস.টি.ডি.তে ম্যাসেজ এল। ছ'মাস পর ওর ওখানে যেন যাই।
আমি ছ'মাস পর গেলাম না। তাতে ইন্দ্রের খুব একটা অসুবিধা হয়েছে বলে মনে হল না।

ওর জার্মানে থাকা বউ প্রায়ই ফোন করে আমায়। জানায়, তুমি ওকে ফেরৎ দাও।
দোব না, ইন্দ্রকে দোব না।
ওর বউ জানায়, তুমি একটা মমি ছাড়া ইন্দ্রের কাছে আর কী! আরও জানায় ইন্দ্রের কত বান্ধবী আছে। সেসব সহ্য হয়নি বলে ও বিদেশে চলে গেল।
আমি জেদ করে ওষুধ খাই। ইন্দ্র বলেছে খেয়ে দেখতে পার। সেদিন আমাদের বাগানের মালির মেয়ে— ধ্রু'র সঙ্গে আলাপ হল। ও বলল— মাটির সঙ্গে ভাব কর। গাছকে আঁকড়ে ধর।
ইন্দ্র আমায় জানাল— বিদেশি কোম্পানি ওকে কসমসের জন্য অফার করেছে।
আগের মত বিস্মিত হলাম না। প্রায় অবশ ----- বললাম, তাই, সঙ্গে কে যাচ্ছে?
মিমি আর মনিকা।
এরা কে?
আমার দু'জন অ্যাসোসিয়েট।

বিদিশে ঘুরে এসে ইন্দ্র আমায় ভি. পি. করে পাঠাল স্যুইম কস্টিউম। মমি শরীরে তা প্রায় উপহাস। ইন্দ্র এখন ব্যস্ত তিনটে নার্সিংহোমে আর অজস্র চেম্বারে। পার্থিব সুখে ও বিশ্বাস করে। ওষুধ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেনা। জিজ্ঞাসা করে না, কেমন আছ?
ইন্দ্র সেদিন বলল, পুজোয় আসছ তো?
ঠিক করিনি।
কেন? কেন আসবে না। অনেক দিন হল, এবার বিয়ে কর।
আমি তোমার জন্য ওষুধ রেখেছি।
দরকার নেই।
দরকার আছে। এ ওষুধের নাম অন্য 'মরার জন্য বাঁচা'। ওষুধ খেলে তোমার ভাল লাগবে।
আমার শরীর খারাপ লাগছে, বলে ফোন রেখে দিলাম।

ধ্রু আমায় ডাকছে। অনেক গোলাপ ডাল লাগিয়েছি, কাল দু'জনে। ধ্রু-ও আগে আমার মত মমি ছিল। এখন গাছ করে ও ভাল আছে।
ইন্দ্র জানায়— তুমি এস।
— কেন?
— অন্তত আমায় একটা সুযোগ দাও।
— কিসের সুযোগ।
— তোমায় সুস্থ করার। পাঁচজন কে দেখান যাবে আমার চিকিৎসার ফল।

ধ্রু আবার আমায় ডাক দেয়। ও এবার বসিয়েছে কয়েকটা লেবুর চারা। সেই গন্ধে মনে বসন্ত আসে।
ইন্দ্র জানায়— এবার ও যাচ্ছে ক্যানাডিয়ান রেলপাস দেখতে। ওষুধ কোম্পানীর পয়সায়। ওর বউ যাবে। সঙ্গে মেয়ে। বউ মেয়ের পয়সা ও দিচ্ছে। এও জানায়, আমি চাইলে ওরা আমায় নিয়ে যাবে। ন্না। মাথা আবশ হয় আমার।
বিশ্বাস কর মমি, ও তোমায় বোনের মত দেখে। ও জানে তুমি আমার চিকিৎসার এক্সপেরিমেন্ট।
ইন্দ্র বোঝায়, আমি গেলে ইন্দ্রর মন সম্পূর্ণ ভাল হত।
ইন্দ্রের ফোন কেটে দিই।
ধ্রু ডাকে— আমার পুরনো নামে— সন্ধিদি— এসো এসো— দ্যাখো লেবুগাছে ফুল ধরেছে.....।
সিঁড়ি দিয়ে দৌড়তে গিয়ে টের পাই— আমার পুরনো পালক খসে পড়েছে।